দুর্গাপূজার অনুশীলন পদ্ধতি

তৃতীয় খণ্ড

লেখক — শ্রীযুক্ত রঞ্জন পাঠক
ফোন — ৯৮৩০৬৯৬৯০৪

সম্পাদক — সর্বভারতীয় ব্রাহ্মণ পরিষদ্
প্রকাশক
অ্যাস্ট্রোলজী এন্ড অ্যাস্ট্রোলজারস্ ওয়েল ফেয়ার অ্যাসোসিয়েনসান
বি.সি. ৯ দেশবন্ধু নগর বাগুইহাটি কলি — ৫৯

কারিগরি সহায়তা ও পরিবেশক
অভিলাষা পাবলিকেশন
৪১ কেশব চন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলিকাতা — ৯
৮২৪০৪৬২১৫৬

মূল্য — ৩১ টাকা

কথামুখ

পূজা মুখ্য সাধনো পায়। তন্ত্রের সুনির্দিষ্ট নির্দেশ সাধনায় সিদ্ধলাভে অভিলাষী ব্যক্তিকে সর্বদা মানস পূজা বা বাহ্যপূজা করতে হবে — ''তস্মাৎ পূজাং সদা কুর্য্যাৎ সিদ্ধ্যর্থী মানসেঽথবা'। (কৌলাবলী নির্ণয়)

ভাস্কর রায় ভাবনোপনিষদের ভাষ্যে লিখেছেন, লোক ব্যবহারে বিশেষার্ঘ্য রূপা জলবিন্দ্বাদি নৈবেদ্য এবং পূজকের নিজেকে দেবতার কাছে সমর্পণ সম্বন্ধই পূজা —'লোকে হি বিশেষার্ঘ্য জলবিন্দ্বাদের্নৈবেদ্যস্য ঋাত্মমশত ডেবতায়াং সমর্পণ সম্বন্ধ এব পূজা'। ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণই পূজা। পূর্ণ আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে পূজ্যের মধ্যে পূজকের আত্মতিলয় ঘটে। নির্বিকল্প মহাব্যোমে অর্থাৎ পরম শিব বা ব্রহ্মে যে প্রক্রিয়া বুদ্ধিকে দৃঢ় করে তাই পূজা, কেবল ফুল-ফলের জোগাড় পূজা নয় —

'পূজা নাম ন পুষ্পাদ্যৈর্যা যতিঃ ক্রিয়তে দৃঢ়া।
নির্বিকল্পে মহাবোম্নি সা পূজা হ্যাদরাল্লয়।।'

— (তন্ত্রালোকের ৪/১২১ জয়রথ কৃত টীকায় উদ্ধৃত)

মহানির্বাণতন্ত্রেও সেবক ও ঈশ্বরের ঐক্যকে পূজা বলা হয়েছে — 'যোগো জীবাত্মনোরৈক্যং পূজনং সেবকেশায়োঃ'। পূজার মূলগত ভাব যে ঐক্য আচার্য অভিনব গুপ্ত পূজার দার্শনিক ব্যাখ্যায় সে কথা বলেছেন। রূপরসাদি বিভিন্ন ভাব সমূহের সঙ্গে দেশকালের দ্বারা অনবিচ্ছন্ন নিরুপাধিক পূর্ণ পরসম্বিদ্রূপী আত্মার সংগতি অর্থাৎ একীকরণই পূজা — 'পূজা নাম বিভিন্নস্য ভাব্যঘস্যাপি সংগতিঃ। স্বতন্ত্র বিমলানন্ত ভৈরবায় চিদাত্মনা।।' (তন্ত্রালোক)

পূজাদি কার্যের দ্বারা ভক্তি লাভ হয়। ভক্তির দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ